69861 - সম্প্রতি সংঘটিত ভূমিকম্পের কারণ কি পৃথিবীর ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার স্খলন এবং পৃথিবী কি বিপরীত দিকে ঘুরতে যাচ্ছে?

প্রশ্ন

সাম্প্রতিক সময়ে মোবাইলের মাধ্যমে একটি মেসেজ ব্যাপকভাবে ছড়াচ্ছে। সে মেসেজটিতে এশিয়া মহাদেশে সংঘটিত ভূমিকম্পটির কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং উক্ত বক্তব্যকে ড. জগলুল আল-নাজ্জারের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সেই মেসেজটির ভাষ্য হচ্ছে: ড. জগলুল আল-নাজ্জার: এশিয়ার ভূমিকম্পের কারণ পৃথিবীর ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার স্খলন; পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি মন্থর হওয়ার কারণে। যা প্রমাণ করে যে, পৃথিবী বিপরীত দিক থেকে ঘুরতে যাচ্ছে, কিয়ামতের বড় আলামতগুলোতে প্রবেশ করতে যাচ্ছে এবং সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সূচনা হতে যাচ্ছে। মেসেজটি প্রচার করুন এবং ইস্তিগফার করুন। এই মেসেজটির ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? এটি কি সঠিক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এই মেসেজে ড. জগলুল আল-নাজ্জারের দিকে যা সম্বন্ধিত করা হয়েছে তা সঠিক নয়। ড. নিজেই তা অস্বীকার করেছেন; যখন আল-জাজিরা স্যাটেলাইট চ্যানেলের 'মিম্বারুল জাজিরা: আল-তাজহিজাত আল-আরাবিয়্যা লি মুওয়াজাহাতিল কাওয়ারিছ' শিরোনামের প্রোগ্রামে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল।

তিনি জবাবে বলেন: আল্লাহ্‌র কসম, প্রিয় ভাই, এটি সম্পূর্ণরূপে আদ্যোপান্ত অসঠিক। মনে হয় কিছু মানুষরূপী শয়তান আছে যারা আমার নামে এই ধরণের মিথ্যাচারগুলো প্রচার করতে চায়। যেহেতু তারা জানে যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে মানুষ আমাকে ভালোবাসে। তাই মানুষ এই কথাকে বিশ্বাস করবে।

এক: আমি বহুবার বলেছি যে, আখিরাতের শরিয়ত প্রথা ও আইনকানুন দুনিয়ার শরিয়ত প্রথা থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা।

দুই: আখিরাত; যেমনটি বর্ণনা করেছে কুরআনে কারীম; আকস্মিকভাবে এসে পড়বে। এটি বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদের প্রভু বলেন: "আসমান ও জমিনে এটি একটি গুরুতর বিষয়। তোমাদের কাছে তা আকস্মিকভাবেই আসবে।"[সূরা আরা'ফ, আয়াত: ১৮৭]

তিন: পৃথিবীর ভর প্রায় ছয় হাজার বিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন টন। এই ভূমিকম্পটি যদিও শক্তিশালী হয় তবুও এটি পৃথিবীর

ঘূর্ণনরে গতি পরবির্তন করতে কংিবা এটাকে ধীরগতি করে দতিে পারে না।

কউে কউে বলছেনে (এই কথাটি ইন্টারনটেে রয়ছে) যদি এই বস্িফোরণটি পৃথবিীর ঘূর্ণন গতরি বপিরীত দকিে ঘটত তাহলে সটেি পৃথবিীর ঘূর্ণনকে ধীর করে দতি। আর যদি পৃথবিীর গতপিথরে দকিে ঘটত তাহলে পৃথবিীর আহ্ণকি গতকিে বাড়য়িে দতি। গতি কমা বা বাড়া উভয় অবস্থায় সটেি প্রতি সকেন্েডে এক মলিয়িনরে একভাগরে বশেি হত না। সুতরাং কভিাবে বলা যতেে পারে যে, এটি কয়িামতরে বড় আলামত। কয়িামতরে বড় আলামতগুলো আমাদরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই নখিুঁতভাবে নধিারণ করে গছেনে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কথাকে এড়য়িে যে ক্ষত্রেে ইজতহিাদ করার কোন সুযোগ নইে।[সমাপ্ত]

ড. জগলুল অন্য কছিু সংলাপে ভূমকিম্পরে বজ্ঞৈানকি কারণগুলো ব্যাখ্যা করছেনে এবং এর সাথে তনিি এটাও উল্লখে করছেনে যে, এটি গুনাহ ও পাপরে শাস্তি। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “তোমাদরে যে বপিদ আসে তা তোমাদরে কৃতকর্মরেই ফল। তনিি তোমাদরে অনকে অপরাধ ক্ষমাও করে দনে।”[আশ-শূরা, আয়াত: ৩০]

তনিি আরও বলনে: “মানুষরে কৃতকর্মরে দরুন স্থলে ও জলে বপির্যয় দখো দয়িছে; তনিি চান তাদরেকে তাদরে কতপিয় কর্ম (কর্মরে শাস্তি) আস্বাদন করাতে, যাতে তারা ফরিে আস।”[সূরা রুম, আয়াত: ৪১]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।